OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 2 [Mar- Apr] Year 2026*

Research Article

বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখায় নিরুক্তের উপযোগিতা: একটি বিশ্লেষণ

Sourav Seth
Ex-student, Department of Sanskrit, Rabindra Bharati University, Kolkata
West Bengal, India

Corresponding Author: *Sourav Seth

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19326557

সারাংশ

বৈদিকমন্ত্রের যথার্থ অর্থবোধ, ক্রিয়ার সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ, মন্ত্রপাঠ পদ্ধতি, সূক্ত, সংহিতাদি বেদ বিভাজন অধ্যয়নের নিমিত্ত মন্ত্রের বিনিয়োগের সহকারী ষড় বেদাঙ্গের আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য। উক্ত কারণবশত: উপনিষদ গ্রন্থরাজি প্রকাশের পূর্বে বেদাঙ্গ উৎপত্তি লাভ করে।[1] ষড় বেদাঙ্গের মধ্যে চতুর্থ বেদাঙ্গ তথা নিরুক্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তজ্জন্য আলোচ্য গবেষণাপত্রে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় নিরুক্তের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য সুবিশাল মহীরুহ তুল্য, কাব্যিক, বহু প্রাচীন ও বহু স্তরভিত্তিক হওয়ায় এর শব্দার্থ অনুধাবন করা জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এই প্রেক্ষাপটে নিরুক্ত শব্দের ব্যুত্পত্তি, ধাতু বিশ্লেষণ ও গবেষণায় ইন্দ্রাদি দেবতাদের নির্বচন, নিরুক্ত ভিত্তিক ত্রিবিধ মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়, অগ্নিসূক্তের প্রারম্ভিক মন্ত্র ও উপনিষদীয় মন্ত্রের নিরুক্তভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে নিরুক্ত বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটি সুপরিচিত অপরিহার্য মাধ্যম বৈদিক জ্ঞানার্থবোধে শব্দার্থবোধে ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 20-02-2026
- **Accepted:** 28-03-2026
- **Published:** 30-03-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 344-347
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Seth S. বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখায় নিরুক্তের উপযোগিতা: একটি বিশ্লেষণ. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):344-347.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: শ্রোত্রম্, মনন্, বৃণোতিঃ, ইন্দ্রমিত্, ঋষিঃ, যজনাত্, ব্রহ্ম, যজ্ঞঃ।

© 2026 Sourav Seth. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

উদ্দেশ্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে- "প্রয়োজনম্ অনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ততে" অর্থাৎ, ইহজগতে প্রতিটি কার্যেরই একটি নিমিত্ত কারণ বিদ্যমান। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কার্যই সম্পাদিত হয় না। আলোচ্য গবেষণাপত্রের ও কিছু সদুদ্দেশ্য বর্ণিত হল-

- নিরুক্তের স্বরূপ, ব্যুৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি স্পষ্ট করা।
- ধাতু উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সহযোগে বৈদিক পদের অর্থ কিভাবে নির্ণয় করা হয়, তা ব্যাখ্যা করা।
- অগ্নি ইন্দ্রাদি শব্দের নিরুক্ত ভিত্তিক নির্বচন উপস্থাপন করা।
- নিরুক্তকার যাস্কাচার্যের মতে ত্রিবিধ মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয় ও উপস্থাপন করা।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।" [১]

ভূমিকা

বৈদিক সাহিত্যের বিস্তৃতি সুবিশাল ও অনন্ত। বৈদিক মন্ত্রের যথোপযুক্ত বিনিয়োগ, স্বর সহযোগে মন্ত্র পাঠ, সংহিতাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত বেদাঙ্গের অবদান সর্বাপেক্ষা অনস্বীকার্য। বেদান্ত তথা উপনিষদ গ্রন্থরাজি রচনার পূর্বে ষড় বেদাঙ্গ প্রকাশিত হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞ পদ্ধতি সন্নত নিশানায় ধরে রাখতে বেদাঙ্গের স্থান সর্বাধিক। আমরা সর্বপ্রথম বেদাঙ্গের উল্লেখ পাই মহর্ষি পিঙ্গলাচার্য বিরচিত পানিণীয়শিক্ষা" গ্রন্থে-

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাত্ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।[২]

ষড় বেদাঙ্গ এর মধ্যে নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ কে বেদ পুরুষের শ্রোত্র তথা কর্ণেন্দ্রিয় রূপে কল্পনা করা হয়। অনুমেয় শব্দ কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং নিরুক্ত শব্দাশ্রয়ী বেদাঙ্গ। নিরুক্ত যেহেতু বৈদিক শব্দের অর্থকে বিশেষভাবে দ্যোতিত করে, তাই নিরুক্তকার যাস্কাচার্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন - "ব্যাপ্তিমত্তাত্ তু শব্দস্য"।[৩] শব্দ" এবং অর্থ" এই দুটির সম্বন্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং তার প্রবেশ পথ কর্ণেন্দ্রিয়, তাই "নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে" শ্লোকাংশটি প্রাসঙ্গিক ও তাত্পর্যপূর্ণ।

নিরুক্তের ব্যুত্পত্তিগত অর্থ -

বৈয়াকরণ মহামুনি পাণিনির পূর্ববর্তী যাস্কাচার্য নিরুক্ত নামক বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন এটি সর্বজনবিশ্রুত। আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব নিরুক্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি ও সময়কাল হিসেবে বিবেচিত। নি-^বচ্ + ক্ত প্রত্যয় সংযোগে নিরুক্ত শব্দের ব্যুত্পত্তি নিষ্পন্ন হয়। "নিঃশেষেণ উক্তং নিরুক্তম্" ইতি। একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় - নিঃশেষেণ কিম্ উক্তম্? নিরুক্তশ্লোকবার্তিকে তার প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে- "মন্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানং ন বিনানেন বিদ্যতে" ইতি।[৪] আন্তর্জাতিক বেদ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য তাঁর ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা তে বলেছেন- 'যে শাস্ত্রে নিরপেক্ষরুপে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নিশ্চিত ও নিঃশেষে বলা হয়েছে, তাহাই নিরুক্ত শাস্ত্র'।[৫] এককথায় নিরুক্ত হল বৈদিক অভিধানমূলক শাস্ত্র বা কোষগ্রন্থ।

গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করার নিমিত্ত

গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method) অবলম্বন করা হয়েছে।

মন্ত্রের স্বরূপ ও ব্যুৎপত্তি –

মন্ত্র" শব্দটি দিবাদিগণীয় ^মন্ ধাতু নিষ্পন্ন। মনন্ এই পদ থেকেই মন্ত্র শব্দের উত্পত্তি। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য মন্ত্র " শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন- "মন্ত্রাঃ মননাত্ "।[৬] যার দ্বারা কর্ম ও তদনুষ্ঠান উপযোগী উপকরণ, দ্রব্যাদি ও অনুষ্ঠানের অভীষ্ট ফলদাত্রী দেবতার মনন বা জ্ঞান জন্মায়,তাকেই মন্ত্র বলে।

ত্রিবিধ ঋক্ বা মন্ত্রের পরিচয়:

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তশাস্ত্রে সকল প্রকার বৈদিক মন্ত্রকে তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করেছিলেন- পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক মন্ত্র।[৭] নিরুক্তকার যাস্কাচার্য তাঁর গ্রন্থে সর্বত্র উল্লেখ করেছেন- ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ন তু মন্ত্রকর্তারঃ" ইতি। ঋষিগণ স্বয়ং মন্ত্র সাক্ষাত্কার করেছিলেন। ত্রিবিধ মন্ত্রের স্বরূপ প্রসঙ্গে যাস্কাচার্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য। ইতি [৪] প্রথমপুরুষ দ্বারা নামবিভক্তি যুক্ত মন্ত্রগুলি সর্বদা পরোক্ষকৃত মন্ত্র। উদাহরণসহযোগে বিষয় টি

স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হল –

1. "ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাঃ " (ঋ.সং- 10/89/10)।
2. "ইন্দ্রমিত্ গাথিনো বৃহত্ " (ঋ.সং- 1/31/1)
3. "ইন্দ্রায় সাম গায়ত"(ঋ.সং- 8/98/1)

এখানে সর্বত্র প্রথম পুরুষের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

"অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্তমিতি চৈতেন সর্বনাম্না " ইতি [৯]

মধ্যমপুরুষ এর প্রয়োগ সমন্বিত মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষকৃত। উদাহরণসহযোগে বিষয়টি উপস্থাপিত হল-

1. ত্বমিন্দ্র বলাদধি (ঋ.সং - 10/153/2)
2. বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি (ঋ.সং- 10/152/4)
3. এখানে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

© 2026 Sourav Seth. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

"অথ আধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগাঃ । অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না "।[১০] ইতি

উদাহরণসহযোগে বিষয়টি উপস্থাপিত হল-
1) অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।। (ঋ. সং- 10/125/1) [11]

অহং পদের দ্বারা উত্তরপুরুষের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় ।

যাস্কাচার্য কৃত নিরুক্ত শাস্ত্রে সর্বমোট 1172 টি শব্দের নির্বচন লক্ষ্য করা যায় । নিম্নে কতিপয় বৈদিক শব্দের নির্বচন উপস্থাপন করা হল-

অগ্নি-
^অগ্ ধাতু+ নি প্রত্যয় সহযোগে অগ্নি শব্দটি নিষ্পন্ন হয় । এটি বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ তাত্পর্যপূর্ণ শব্দ ।" অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্" [12], অগ্রণীর্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে। অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ । যিনি যজ্ঞে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যজ্ঞে যিনি প্রথম প্রণীত হন, তিনিই অগ্নিদেব ।

দেব -
দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। যো দেবঃ সা দেবতা। [13] দেব শব্দ দা ধাতু, দীপ্ ধাতু অথবা দ্যু ধাতু নিষ্পন্ন, যিনি দ্যুস্থানে থাকেন , যিনি দেব তিনিই দেবতা।

ইন্দ্র-
ধাতু: ^ইন্দ্ (শক্তি, সিক্ত করা)
নিরুক্ত:
"ইন্দো ইদং দ্রাবয়তি" — শত্রুকে বিনাশ করে।
"ইন্দ্ শক্তৌ" — শক্তিসম্পন্ন
অর্থ: শক্তিশালী, প্রভুত্বশালী দেবতা

বরুণ-
ধাতু: বৃ (আবরণ করা)
প্রত্যয়: উন্
নিরুক্ত:
"বরুণো বৃণোতি"" — সবকিছুকে আচ্ছাদিত করেন
অর্থ: সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক।

মিত্র-
ধাতু: মি (বন্ধন করা)
নিরুক্ত:
"মিত্রং মিণাতি বধ্নাতি" — বন্ধন বা সংযোগ করে
অর্থ: বন্ধু, ঐক্যের প্রতীক।

সূর্য -
ধাতু: সৃ (গমন) / সুর্ (উজ্জ্বল হওয়া)
নিরুক্ত:
"সূর্যঃ সরতি **আকাশে**" — আকাশে গমন করে, আলো প্রদান করে

অর্থ: আলোকদাতা, গমনশীল।

ঋষি-
ঋষ্ ধাতু+ ইন্ প্রত্যয়

নিরুক্ত:
"ঋষিঃ দর্শনে" — যিনি দর্শন করেন
"ঋষতি জ্ঞানে" — জ্ঞান লাভ করেন।

যজ্ঞ-
^যজ্ - ধাতু (পূজা করা)
"যজ্ঞ যজনাত্" — পূজা বা উপাসনা করা

অর্থ: পূজা।

আপঃ -
আপ্ (লাভ করা, বিস্তার)

নিরুক্ত:
"আপঃ আপ্নোতি সর্বম্" — সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে।

অর্থ: জল, জীবনধারার উৎস।

ব্রহ্ম-
বৃহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া, বিস্তৃত হওয়া)

নিরুক্ত:
"ব্রহ্ম বৃহত্তমম্" — যা সর্বাধিক বিস্তৃত

অর্থ: পরম সত্য, সর্বব্যাপী

" সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তত্ খল্বিদং জগত্ "(উত্তরমীমাংসা)

উপসংহার:
বৈদিক মন্ত্রের অর্থ গভীর বহুস্তর বিশিষ্ট ও সুদূরপ্রসারী। এই জটিলতা দূর করে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে যাস্কাচার্যকৃত নিরুক্ত একটি অপরিহার্য সহায়ক শাস্ত্র। নিরুক্তের প্রয়োগে মন্ত্রের দুর্বোধ্য শব্দ সহজবোধ্য হয়ে ওঠে । শব্দের প্রকৃত ও প্রসঙ্গগত অর্থ নির্বচন সম্ভব হয়। ফলে বৈদিক ব্যাখ্যায় কেবল আক্ষরিক অর্থ নয় বরং গভীর, দার্শনিক ও প্রতীকি তাৎপর্য উদঘাটিত হয়। অতএব বলা যায় নিরুক্ত শাস্ত্র ছাড়া বৈদিক মন্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণতা ও অপরিপূর্ণ রূপে থেকে যেত এটি

© 2026 Sourav Seth. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

কেবল নির্বচনশাস্ত্র নয় বৈদিক জ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির সঠিক উপলব্ধির একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত।

ENDNOTES

1. শান্তিমন্ত্র- ঈ. উ
2. বেদাঙ্গ শ্লোক- পা. শি ,41,42
3. 3 . "ব্যাপ্তিমত্তাত্ তু শব্দস্য" - নি.
4. 1/1
5. "মন্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানং ন বিনানেন বিদ্যতে " - নি. শ্লো . বা 1/1/3
6. "অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্" ইতি- ঋ.ভা.ভূ 6. " মন্ত্রাঃ মননাত্"- নি. 7/12/1
7. "তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ, পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাঃ আধ্যাত্মিকশ্চ" - নি. 7/1/5
8. 8 .তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য" - নি. 7/1/6
9. অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্তমিতি চৈতেন সর্বনাম্না " - নি . 7/1/7
10. "অথ আধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগাঃ। অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না " নি. 7/1/8
11. ঋ. সং. - 10/125/1
12. নি. 7/14/1
13. নি. 7/15/4

ABBREVIATIONS

- ঈ.উ = ঈশোপনিষদ।
- পা.শি= পাণিনীয় শিক্ষা ।
- নি= নিরুক্ত।
- নি.শ্লো.বা= নিরুক্ত শ্লোক বার্তিক।
- ঋ.ভা.ভূ- ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা ।

REFERENCES

1. ভট্টাচার্য, বি. (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ). *বৈদিক দেবতা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
2. অধিকারী, তা. (২০১৪, সেপ্টেম্বর). *যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত সপ্তম অধ্যায়.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।
3. ঠাকুর, অ. (২০০৯). *নিরুক্ত গ্রন্থাবলি* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, অ. (২০১৬). *পিঙ্গলাচার্য সঙ্কলিতা পাণিনীয় শিক্ষা.* কলকাতা: সদেশ প্রকাশক।
5. [লেখকের নাম নেই]. (n.d.). *A critical study on Nirukta Shastra*. Wikipedia. সংগৃহীত https://en.wikipedia.org থেকে

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the corresponding Author

Sourav Seth is an ex-student of the Department of Sanskrit at Rabindra Bharati University, Kolkata, West Bengal, India. He has a strong academic foundation in Sanskrit studies, with interests in classical literature, linguistic traditions, and Indian philosophy, and remains engaged in promoting the richness of India's ancient knowledge systems.

© 2026 Sourav Seth. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/